



হজ ও উমরাহ সহায়িকা

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

হজ ও উমরাহ সহায়িকা

প্রথম প্রকাশ	:	এপ্রিল ২০২৩
৪র্থ সংস্করণ	:	সেপ্টেম্বর ২০২৫
পৃষ্ঠপোষকতায়	:	ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, মাননীয় উপদেষ্টা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সার্বিক তত্ত্বাবধানে	:	একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক, সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রকাশনায়	:	হজ অনুবিভাগ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
সম্পাদনায়	:	সম্পাদনা পরিষদ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মুদ্রণে	:	বিজি প্রেস, ঢাকা

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

Hajj & Umrah Guide A Handbook on Hajj and Umrah for Pilgrims		
First Published	:	April 2023
4th Edition	:	September 2025
Patroned by	:	Dr. A F M Khalid Hossain, Honorable Adviser, Ministry of Religious Affairs
Overall Supervision	:	AKM Aftab Hossain Pramanik, Secretary, Ministry of Religious Affairs
Published by	:	Hajj Wing, Ministry of Religious Affairs, Bangladesh Secretariat, Dhaka.
Edited by	:	Editorial Committee, Ministry of Religious Affairs.
Printed by	:	BG Press, Dhaka

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের। শারীরিক ও আর্থিকভাবে সক্ষম সকল প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য জীবনে একবার হজ পালন করা ফরয। হজের জন্য প্রয়োজনীয় আমল ও দু'আ আল্লাহর দেয়া বিধান মতে হওয়া আবশ্যক। প্রয়োজনীয় দু'আ-দরুদ আরবিতে শেখা এবং সুন্নতসহ শুদ্ধভাবে আমল করা জরুরি। তাই সাধারণ মুসলমানের প্রয়োজনের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বিজ্ঞ আলেমগণের মাধ্যমে সংক্ষিপ্তভাবে হজের প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল ও দু'আ-দরুদ সন্নিবেশ করে 'হজ ও উমরাহ সহায়িকা'র' ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। সুবিধার জন্য দু'আসমূহের বাংলা উচ্চারণ দেয়া হয়েছে। তবে সহীহভাবে উচ্চারণের জন্য আরবীকে গুরুত্ব দেয়া জরুরী। এ পুস্তিকাটি হজ ও উমরাহ পালনকারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের উপকারে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

মহান আল্লাহ তা'লা আমাদের সব প্রচেষ্টা কবুল করুন, আমীন।

হজ ও উমরাহ সহায়িকা সম্পাদনা কমিটি
হজ অনুবিভাগ
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
	প্রথম অধ্যায়	
১.	উমরাহ পালন	
২.	ইহরাম	
৩.	মীকাত পরিচিতি	
৪.	তালবিয়াহ ও তালবিয়াহ পাঠের বিধান	
৫.	ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ ও প্রতিকার	
৬.	দম ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রসমূহ	
	দ্বিতীয় অধ্যায়	
৭.	হজ পালন ও হজ ফরয হওয়ার শর্ত	
৮.	হজের ফজিলত ও হজের প্রকার	
৯.	হজের নিয়ত	
১০.	হজের ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতসমূহ	
১১.	এক নজরে হজের ধারাবাহিক আমল	
১২.	বদলি হজের বিধান	

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৩.	হজের সফরে নামায পূর্ণ বা কসর করা	
১৪.	তাওয়াফ ও তাওয়াফের নিয়ম	
১৫.	সা'ঈ ও সা'ঈ এর নিয়ম	
১৬.	দু'আ কবুলের বিশেষ স্থানসমূহ	
১৭.	মক্কা শরীফের দর্শনীয় স্থানসমূহ	
১৮.	মদীনা আল মুনাওয়ারাহ	
১৯.	মাসজিদুন নববী	
২০.	রওজা মোবারকে সালাম পেশ	
২১.	মদীনার দর্শনীয় স্থানসমূহ	
২২.	কবর যিয়ারতের দু'আ	
২৩.	জানাযার নামায, নিয়ত ও নিয়ম	
২৪.	হজ ও উমরাহ বিষয়ক প্রশ্নোত্তর	
২৫.	হজযাত্রীদের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়াবলি	

প্রথম অধ্যায়

উমরাহ পালন

উমরাহ পরিচিতি:

উমরাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিদর্শন করা। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মীকাত হতে ইহরাম করে শরীয়াহ নির্দেশিত পন্থায় পবিত্র কা'বা শরীফ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করাকে উমরাহ বলে।

উমরাহ'র ফজিলত:

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "এক উমরাহ'র পর আরেক উমরাহ উভয়ের মধ্যবর্তী গুনাহের কাফফারা স্বরূপ" (বুখারী-১৭৭৩ ও মুসলিম-১৩৪৯)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, "তোমরা অধিক পরিমাণে হজ এবং উমরাহ করো। কেননা এ দুটো দরিদ্রতা ও গুনাহকে সেভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, কামারের হাপর যেভাবে লোহা থেকে ময়লাকে দূরীভূত করে দেয়" (নাসাঈ- ২৬৩০)।

উমরাহ'র বিধান:

- সামর্থ্যবান মুসলমানের ওপর জীবনে একবার উমরাহ পালন করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।
- ৮ যিলহজ থেকে ১২ যিলহজ পর্যন্ত হজের ৫ দিন উমরাহ করা মাকরূহ।

উমরাহ'র ফরয দু'টি যথা-

১। ইহরাম করা

২। বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করা।

উমরাহ'র ওয়াজিব দু'টি যথা-

১। সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করা

২। মাথার চুল মুন্ডন করা বা ছোট করা।

উমরাহ'র সুন্নতসমূহ:

পুরুষের তাওয়াফে ইজতেবা (ডান কাঁধ উন্মুক্ত রাখা) এবং প্রথম তিন চক্করে রমল করা (বীরদর্পে হেলে দুলে চলা)।

- তাওয়াফের নিয়ত করে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ ও চুম্বন করে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে তাওয়াফ শুরু করা। হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ ও চুম্বন করতে অপারগ হলে যেভাবে নামায শুরু করার সময়

হাত উত্তোলন করা হয় সেভাবে উভয় হাত হাজরে আসওয়াদমুখী করে উত্তোলনপূর্বক বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে হাতের তালুতে চুমু দিয়ে তাওয়াফ শুরু করা।

- তাওয়াফ শেষ করে মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে কিংবা মাতাফে অথবা মসজিদে হারামের যেকোনো স্থানে তাওয়াফের দু'রাকায়াত সালাত (ওয়াজিব) আদায় করা।
- সালাত শেষে জমজমের পানি পান করা।
- সা'ঈ করার সময় সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী সবুজ বাতি চিহ্নিত স্থানে পুরুষরা মধ্যম গতিতে দৌড়ে চলবে।

উমরাহ'র নিয়ত:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِيْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদুল উমরাতা ফাইয়াস্‌সিরহা লী ওয়া তাকাব্‌বালহা মিন্নী।

অর্থ: হে আল্লাহ আমি উমরাহ পালনের নিয়ত করছি। আপনি আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করে নিন।

ইহরাম

ইহরাম পরিচিত: 'ইহরাম' শব্দের আভিধানিক অর্থ নিষিদ্ধ করা। শরীয়তের পরিভাষায় হজ বা উমরাহ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির মীকাত থেকে হজ বা উমরাহ বা উভয়ের নিয়তে তালবিয়াহ পাঠের মাধ্যমে হজ বা উমরাহ'র কার্যাবলি শুরু করাকে ইহরাম বলে। ইহরাম সম্পাদনকারীকে 'মুহরিম' বলে। ইহরাম অবস্থায় অনেক হালাল কাজও হারাম হয়ে যায়।

ইহরাম করার ক্ষেত্রে করণীয়:

- হাত-পায়ের নখ কাটা, বগল ও নাভীর নিচের পশম পরিষ্কার করা, গোঁফ ছোট করা।
- ইহরামের জন্য গোসল বা মিসওয়াকসহ ওযু করা।
- পুরুষের ইহরাম করার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা।

- ইহরামের পোশাক অর্থাৎ পুরুষের সেলাইবিহীন দু'টি সাদা চাদর এবং মহিলাদের শরীয়াহসম্মত স্বাভাবিক পোষাক পরিধান করা।
- সেলাইবিহীন কাপড় অর্থ শরীরের অঙ্গের আকৃতিতে তৈরি নয় এমন কাপড়।
- দু'রাকায়াত নফল নামায আদায় করে হজ বা উমরাহ'র নিয়ত করা।
- পুরুষের উচ্চস্বরে এবং মহিলাদের নিম্নস্বরে তালবিয়াহ পাঠ করা।
- মীকাত অতিক্রমের পূর্বেই ইহরাম করা। যে সকল হজযাত্রী ঢাকা হতে সরাসরি মদীনার উদ্দেশ্যে গমন করবেন তাদের ইহরাম করে রওয়ানা হওয়ার প্রয়োজন নেই। মদীনা হতে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সময় বা মীকাত অতিক্রম করার পূর্বে ইহরাম করবেন।

মীকাত পরিচিতি:

হজ বা উমরাহ গমনকারীদের ইহরাম করার জন্য শরীয়াহ নির্ধারিত স্থানকে 'মীকাত' বলা হয়। ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করলে দম ওয়াজিব হয়।

মীকাতসমূহ:

১। **ইয়ালামলাম:** ইয়েমেন ও সে দিক দিয়ে আগতদের মীকাত।

২। **জুল-হুলাইফা:** মদীনাবাসী ও সে দিক দিয়ে আগতদের মীকাত।

৩। **যাতু ইর্‌ক:** ইরাকবাসী ও সে দিক দিয়ে আগতদের মীকাত।

৪। **কারনুল মানাজিল:** এটি তায়েফ ও সে দিক দিয়ে আগতদের মীকাত।

৫। **আয-যুহফাহ:** সিরিয়াবাসী ও সে দিক দিয়ে আগতদের মীকাত।

৬। **হিল্:** মীকাত ও হারাম এর মধ্যবর্তী স্থানকে হিল্ বলা হয়। উক্ত স্থানের অধিবাসীরা সেখান থেকে হজ বা উমরাহ'র ইহরাম করবেন। হিল্ হারাম এলাকার অধিবাসীদের উমরাহ'র মীকাত।

৭। **হারাম:** মক্কাবাসীর হজের মীকাত ও তামাত্তু হজ আদায়কারীগণের মীকাত হলো হারাম এলাকা।

বাংলাদেশ থেকে হজ ও উমরাহ গমনকারীদের মীকাত:

- **আকাশপথের মীকাত:** বাংলাদেশ থেকে আকাশপথে হজ এবং উমরাহ যাত্রী বহনকারী বিমান সাধারণত 'কারনুল মানাজিল' বা 'যাতু ইর্ক' নামীয় মীকাত অতিক্রম করে থাকে বিধায় হজ এবং উমরাহ যাত্রীগণ উক্ত স্থান অতিক্রমের পূর্বেই ইহরাম করবেন।

- **জলপথের মীকাত:** বাংলাদেশ থেকে সমুদ্র পথে হজে গমনকারী ব্যক্তির মীকাত হলো ইয়ালামলাম বরাবর সমুদ্রের স্থান।

- **স্থলপথের মীকাত:** বাংলাদেশ থেকে স্থলপথে গমনকারী যে মীকাত অতিক্রম করে মক্কা শরীফ প্রবেশ করবেন সেটি হলো তার মীকাত।

তালবিয়াহ

তালবিয়াহ:

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ-

উচ্চারণ: লাব্বাইকাল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা, লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্ক, লা-শারীকা লাক।

অর্থ: আমি হাজির! হে আল্লাহ, আমি হাজির। আপনার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি হাজির, আপনার কোনো অংশীদার নেই। আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে আমি হাজির। সমস্ত প্রশংসা, নিয়ামতসমূহ, এবং একচ্ছত্র রাজত্ব আপনারই, আপনার কোনো অংশীদার নেই।

তালবিয়াহ'র ফজিলত: নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, জিব্রাইল (আঃ) এসে আমাকে বললেন-"হে মুহাম্মাদ! আপনার সাথীদের উচ্চস্বরে তালবিয়াহ পাঠের নির্দেশ দিন। কেননা তা হজের অন্যতম নিদর্শন" (মুসনাদে আহমাদ-২১৬৭৮)।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, “কোনো মুসলিম তালবিয়াহ পাঠ করলে ডানে-বামে পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত প্রত্যেকটি বস্তু তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকে” (তিরমিযি-৮২৮)।

তালবিয়াহ পাঠের বিধান:

- ইহরাম করার সময় নিয়তের সাথে তালবিয়াহ বা আল্লাহ তা’য়ালার মহত্ত্ব প্রকাশ করা হয় এমন যে কোন যিকির উচ্চারণ করে একবার পাঠ করা ফরয। বোবা ব্যক্তি উচ্চারণের উদ্দেশ্যে মুখ নাড়বে।
- পুরুষদের উচ্চস্বরে এবং মহিলাদের নিম্নস্বরে তালবিয়াহ পাঠ করা। মনে মনে পাঠ করলে আদায় হবে না।
- তালবিয়াহ যখনই পাঠ করবে একসঙ্গে তিনবার পাঠ করা উত্তম।
- প্রত্যেক স্থান পরিবর্তনে তালবিয়াহ পাঠ করা মুস্তাহাব।
- উমরাহ’র ইহরামকারীগণ তাওয়াফ শুরুর পূর্বে তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ করবেন।
- হজের ইহরামকারীগণ ১০ যিলহজ জামারাতে পৌঁছে কংকর নিক্ষেপের পূর্বে তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ করবেন।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কার্যাবলি

- আতর ও সুগন্ধি ব্যবহার করা
- চুল, দাড়ি, গোঁফ, নখ কাটা, ঝগড়া ও শিকার করা
- পুরুষের সেলাই করা পোষাক পরিধান করা
- পুরুষের পায়ের মধ্যবর্তী উঁচু হাড় ঢেকে যায় এমন জুতা/সেন্ডেল পরা
- পুরুষদের মাথা ও মুখমন্ডল আচ্ছাদিত করা এবং মহিলাদের চেহারাতে কাপড় লেগে থাকা
- স্বামী/স্ত্রী বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করা এ সংক্রান্ত আলোচনা ও আচরণ করা
- মহিলাদের ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ পুরুষদের মত একই। তবে তাদের জন্য জুতা, মোজা ও হিজাব পরা জায়েজ। হায়েজ ও নিফাস অবস্থায় ইহরাম করা জায়েজ, কিন্তু এ অবস্থায় ইহরামের নামায পড়া যাবে না। মহিলাগণ গায়রে মাহরামের সামনে চেহারা ঢেকে

রাখবেন, তবে কাপড় যেন চেহারার সাথে লেগে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ইহরাম অবস্থায় মাকরুহ কাজসমূহ:

শরীর হতে ময়লা দূর করা, চুল-দাড়ি আঁচড়ানো, চুল-দাড়ি হতে উকুন পড়ে যেতে পারে এমনভাবে চুলকানো, বালিশের উপর মুখ রেখে উপুড় হয়ে শোয়া।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজের প্রতিকার:

বাদানাহ/বুদনা: ইহরাম অবস্থায় বড় ধরনের যে সকল ভুল-ত্রুটির প্রতিকার হিসেবে গরু বা উট জবাই করা আবশ্যক হয়, তাকে বাদানাহ/বুদনা বলে।

দম: ইহরাম অবস্থায় যে সকল ভুল-ত্রুটির কারণে বকরি বা দুম্বা বা ভেড়া জবাই করা ওয়াজিব হয়, তাকে দম বলে।

সাদাকাহ: ইহরাম অবস্থায় যে সকল ভুল-ত্রুটির প্রতিকার হিসেবে এক ফিতরা তথা সর্বনিম্ন ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম গম বা তার মূল্য দান করা আবশ্যক হয়, তাকে সাদাকাহ বলে।

সামান্য সাদাকাহ: ইহরাম অবস্থায় যে সকল ভুল-ত্রুটির প্রতিকার হিসেবে এক মুষ্ঠি গম বা একটি রুটি পরিমাণ সামগ্রী দান করা আবশ্যক হয়, তাকে সামান্য সাদাকাহ বলে।

বাদানাহ, দম ও সাদাকাহ ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রসমূহ:

- ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করলে পুনরায় মিকাতে ফিরে এসে ইহরাম করে নেয়া আবশ্যক, অন্যথায় দম ওয়াজিব হবে।
- বিশেষজ্ঞ অনেক আলেমের মতে, ইহরাম অবস্থায় তিন বা ততোধিকবার সুগন্ধিযুক্ত সাবান বা শ্যাম্পু বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে হাত বা মাথা ধৌত করলে দম ওয়াজিব হবে। এর কম ব্যবহার করলে সাদাকাহ ওয়াজিব হবে।
- ইহরাম অবস্থায় শরীরের যেকোনো বড় অঙ্গ যেমন- মাথা, হাত, পা, চেহারা ইত্যাদিতে সুগন্ধি ব্যবহার করলে দম ওয়াজিব হবে। এর চেয়ে কম পরিমাণ হলে সাদাকাহ ওয়াজিব হবে।

- ইহরাম অবস্থায় একটি পূর্ণ দিবস অথবা একটি পূর্ণ রাত মাথা কিংবা চেহারার চার ভাগের এক ভাগ বা তার চেয়ে বেশি অংশ ঢেকে রাখলে দম ওয়াজিব হবে। এর কম সময়ের জন্য হলে সাদাকাহ ওয়াজিব হবে।
- ইহরাম অবস্থায় একই বৈঠকে এক হাত অথবা এক পায়ের সবগুলো নখ কাটলে দম ওয়াজিব হবে।
- ইহরাম অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে কামভাব নিয়ে স্পর্শ করলে দম ওয়াজিব হবে।
- ইহরাম অবস্থায় উকূফে আরাফার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করলে হজ নষ্ট হয়ে যাবে এবং একটি দম ওয়াজিব হবে। এতদসত্ত্বেও তাঁকে হজের যাবতীয় কাজ চালিয়ে যেতে হবে এবং পরবর্তীতে উক্ত হজ পুনরায় আদায় করতে হবে।
- সূর্যাস্তের আগে আরাফার ময়দান থেকে বের হয়ে গেলে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে ফিরে না এলে দম ওয়াজিব হবে।
- ইহরাম অবস্থায় ওকূফে আরাফার পরে ও মাথার চুল মুন্ডানোর আগে সহবাস করলে হজ বাতিল হবে না, তবে একটি বাদানাহ তথা একটি গরু বা উট জবাই করা ওয়াজিব হবে।

- যিলহজের ১০ তারিখের কংকর নিক্ষেপ, ঐ তারিখের সুবহে সাদিক থেকে ১১ তারিখের সুবহে সাদিকের মধ্যে সম্পন্ন না করলে দম ওয়াজিব হবে।
- পাথর নিক্ষেপের আগে কুরবানি করলে দম ওয়াজিব হবে।
- হলকের পরে তাওয়াফে যিয়ারতের আগে স্ত্রী সহবাস করলে দম ওয়াজিব হবে।
- মহিলাদের হায়েজ-নিফাস অবস্থায় তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ। তবে হায়েজ-নিফাস থেকে পবিত্র হয়ে তাওয়াফ করার মত সময় পাওয়া না গেলে তথা কোন কারণে হারাম এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হলে তিনি ঐ অবস্থায় ফরয তাওয়াফ আদায় করে নিবেন। এ কারণে তার ওপর একটি বাদানাহ ওয়াজিব হবে।
- ফরয তাওয়াফ বিনা অজুতে করলে তা পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব, নচেৎ দম ওয়াজিব হবে।
- সাফা-মারওয়ার সা'ঈ আদায় না করলে দম ওয়াজিব হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

- যে ক্ষেত্রে দম দেওয়া ওয়াজিব হয়, সে ক্ষেত্রে প্রাণিটি হারামের সীমানার মধ্যেই জবাই করে গোশত বিলিয়ে দিতে হবে। এ গোশত নিজে কিংবা স্বচ্ছল কেউ খেতে পারবে না।
- সাদাকাহ ওয়াজিব হলে তাও হারামের সীমানার মধ্যে স্থানীয় মুদ্রায় আদায় করা আবশ্যক।
- দম ওয়াজিব হয়, এমন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উক্ত ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে তাওবাহ-ইস্তেগফার করা উচিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হজ

হজ পরিচিতি:

হজের আভিধানিক অর্থ সংকল্প করা। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজের জন্য নির্ধারিত দিনসমূহে তথা ৮ থেকে ১২ যিলহজ তারিখে বাইতুল্লাহ, মিনা, আরাফাহ, মুযদালিফাহ, জামারাহ ও সাফা-মারওয়ায় শরীয়াহ নির্দেশিত বিধানাবলি পালন করাকে হজ বলে।

হজ ফরয হওয়ার শর্ত:

- মুসলমান হওয়া;
- স্বাধীন হওয়া;
- বালেগ তথা শরীয়াহর দৃষ্টিতে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া;
- শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ এবং সক্ষম হওয়া;
- আর্থিকভাবে সামর্থবান হওয়া অর্থাৎ হজের আনুষ্ঠানিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহে যাতায়াত ব্যয়, সেখানে থাকাকালীন খরচাদি এবং হজ থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত পরিবার পরিজনের আবাসন ও আবশ্যকীয় ভরণ পোষণের সঙ্গতি থাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

শরীয়াহর বিধান অনুসারে মহিলাদের হজের সফরে স্বামী কিংবা মাহরাম সফরসঙ্গী থাকা আবশ্যক।

হজের ফজিলত:

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ করলো এবং হজ পালনকালে কোনো ধরনের অশালীন কথা ও কাজ কিংবা কোনো গুনাহে লিপ্ত হলো না, সে যেন নবজাতক শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করলো' (বুখারী-১৫২১ ও মুসলিম-৩১৮৩)।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন, "মাবরুর হজ বা মকবুল হজের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়" (বুখারী-১৭৭৩ ও মুসলিম-১৩৪৯/ ৩১৮০)।

হজের বিধান:

সামর্থ্যবান মুসলমানের ওপর জীবনে একবার হজ পালন করা ফরয। কোনো ব্যক্তির ওপর হজ ফরয হওয়ার পর তিনি দরিদ্র হয়ে পড়লেও হজের ফরয রহিত হয় না। হজ

ফরয হওয়ার পর শারীরিকভাবে অক্ষম হলে কিংবা যাতায়াত পথ নিরাপদ না হলে অথবা মহিলা মাহরাম সফরসঙ্গী না পেলে অপেক্ষা করবেন, প্রয়োজনে বদলি হজ করাবেন।

হজের প্রকারভেদ: হজ তিন প্রকার; যথা: ইফরাদ, তামাত্তু ও ক্বিরান

১. **ইফরাদ হজ:** হজের মাসে শুধু হজের নিয়তে ইহরাম করে হজ সম্পাদন করা। এ হজে তাওয়াফে কুদুম বা আগমনী তাওয়াফ করা সুন্নত, পশু কুরবানি করা ঐচ্ছিক।

২. **তামাত্তু হজ:** হজের মাসে প্রথমে শুধু উমরাহ'র নিয়তে ইহরাম করে উমরাহ পালন করা। পরবর্তীতে হজের নিয়তে পুনরায় ইহরাম করে হজ পালন করা। তামাত্তু হজে পশু কুরবানি করা ওয়াজিব।

   উল্লেখ্য, তামাত্তু হজে উমরাহ করে হালাল হওয়ার পর হজের ইহরাম করার পূর্বে বারবার উমরাহ করা সুন্নতের খেলাফ।

৩. **কিরান হজ:** হজের মাসে একই সঙ্গে হজ এবং উমরাহ পালনের নিয়তে ইহরাম করে উমরাহ ও হজ সম্পাদন করা (উমরাহ'র পরে হালাল না হওয়া)। কিরান হজে

তাওয়াফে কুদুম বা আগমনী তাওয়াফ করা সুন্নাত। পশু কুরবানি করা ওয়াজিব।

তাওয়াফে কুদুম: ইফরাদ হজকারী মক্কায় এসে প্রথম যে তাওয়াফ করেন এবং ক্বিরান হজ আদায়কারী ওমরাহ'র তাওয়াফ ও সা'ঈ করার পর পুনরায় যে তাওয়াফ করেন তা তাওয়াফে কুদুম।

হজের নিয়ত:

ইফরাদ ও তামাত্তু হজের নিয়ত:

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদুল হাজ্জা ফাইয়াস্‌সিরহু লী ওয়া তাকাব্‌বালহু মিন্নী।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি হজ পালনের নিয়ত করছি। আপনি তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করে নিন।

কিরান হজের নিয়ত:

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُمَا لِىْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّىْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদুল হাজ্জা ওয়াল উমরাতা ফাইয়াসসিরহুমা লী ওয়া তাকাব্বালহুমা মিন্নী।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি হজ পালনের নিয়ত করছি। আপনি আমার জন্য উভয় আমল সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করে নিন।

হজের ফরয তিনটি, যথা:

(১) ইহরাম করা;

(২) উকূফে আ'রাফা (আরাফার ময়দানে অবস্থান) সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময়ে কিছু সময় অবস্থান করলে ফরয আদায় হয়ে যাবে। সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পূর্ণ সময় অবস্থান করা ওয়াজিব। উল্লেখ্য যে, ওযরবশত উক্ত সময়ে অবস্থান করতে না পারলে ৯ যিলহজ দিবাগত রাতের সুবহে সাদিক এর পূর্বে কিছুসময় অবস্থান করলেও ফরয আদায় হয়ে যাবে। তবে দম ওয়াজিব হবে;

(৩) তাওয়াফে যিয়ারাহ বা ফরয তাওয়াফ।

হজের ওয়াজিব ৬টি, যথা:

১। ৯ যিলহজ দিবাগত রাতের সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়ে কিছুসময় মুযদালিফায় অবস্থান করা;

২। ১০ যিলহজ বড় জামারায় ৭টি এবং ১১ ও ১২ যিলহজ ৩টি জামারায় ৭টি করে ৪৯ টি কংকর নিক্ষেপ করা। ১২ যিলহজ সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করা সম্ভব না

হলে ১৩ যিলহজ ৩টি জামারায় ৭টি করে ২১টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে;

৩। কিরান ও তামাত্তু হজে দমে শোকর তথা কুরবানি করা;

৪। হলক অথবা কসর করা তথা পুরুষের মাথার চুল মুন্ডানো কিংবা ছোট করা (চুল মুন্ডানো উত্তম) এবং মহিলাদের চুলের অগ্রভাগ থেকে আঙ্গুলের ১ কর পরিমাণ কাটা;

৫। সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করা;

৬। মিকাতের বাহিরের অঞ্চল হতে আগমনকারীগণের বিদায়ী তাওয়াফ করা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

(ক) ওয়াজিবসমূহের কোনোটি ছুটে গেলে দম দেওয়া ওয়াজিব;

(খ) ১০ যিলহজের আমলের ধারাবাহিকতা রক্ষা তথা বড় জামারায় পাথর নিক্ষেপের পর কুরবানি ও পরে হলক করা ওয়াজিব।

হজের সুন্নতসমূহ:

- ইহরাম করার পূর্বে গোসল করা;
- পুরুষদের সাদা রঙের ইহরামের কাপড় পরিধান করা;
- অধিক পরিমাণে তালবিয়াহ পাঠ করা;
- ইফরাদ ও ক্বিরান হজ আদায়কারীর তাওয়াফে কুদুম করা;
- ৮ যিলহজ যোহর হতে ৯ যিলহজ ফজর পর্যন্ত ৫ ওয়াক্ত নামায মিনায় আদায় করা;
- ৮, ১০ ও ১১ যিলহজ দিবাগত রাতে মিনায় রাত্রিযাপন;
- ৯ যিলহজ সূর্যোদয়ের পরে মিনা থেকে আরাফায় গমন করা;
- সুযোগ থাকলে উকূফে আরাফার নিয়তে গোসল করা;
- মুযদালিফায় সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত অবস্থান করা;
- ছোট ও মধ্যম জামারায় কংকর নিক্ষেপের পর দু'আ করা;
- যে তাওয়াফের পরে সা'ঈ আছে, সে তাওয়াফে পুরুষদের প্রথম তিন চক্করে রমল করা;

- যে তাওয়াফের পরে সা'ঈ আছে এরূপ তাওয়াফে পুরুষগণ ইহরামের কাপড় পরিধান করে তাওয়াফ করলে ইজতেবা (ডান কাঁধ উন্মুক্ত রাখা) করা;
- সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী সবুজ বাতি দ্বারা চিহ্নিত স্থানে পুরুষগণ দৌড়ে ও মহিলাগণ স্বাভাবিক গতিতে চলা।

এক নজরে হজের ধারাবাহিক আমল

৭ যিলহজ:

যোহর নামাযের পর ইমামুল হজ কা'বা শরীফে প্রথম খুতবা দেন। এ খুতবায় হজের বিধি-বিধান এবং ৫ দিনের কর্মসূচি উল্লেখ করা হয়। সম্ভব হলে উক্ত খুতবা শ্রবণ করা উত্তম।

৮ যিলহজ (ইয়াওমুত তারবিয়াহ):

হজের ইহরাম অবস্থায় পুরুষগণ উচ্চস্বরে এবং মহিলাগণ নিম্নস্বরে তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে মিনা অভিমুখে রওয়ানা হবেন। ৮ যিলহজ যোহর থেকে ৯ যিলহজ ফজর পর্যন্ত মিনায় অবস্থান এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা।

সম্ভব হলে মিনায় মসজিদে খায়েফের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান করা উত্তম।

৯ যিলহজ (ইয়াওমু আরাফাহ):

- ফজরের নামাযের সালাম ফিরিয়ে তাকবীরে তাশরীকের পর ৩ বার উচ্চস্বরে তালবিয়াহ পাঠ করা (৯ যিলহজ থেকে ১৩ যিলহজ আসরের নামায পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক পড়া ওয়াজিব);

  তাকবীরে তাশরীক: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লালাহু আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহি হামদ;

- সূর্য উঠার পর দু'আ-তাকবীর-তাহলীল ও তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে আরাফার দিকে রওয়ানা করা। সম্ভব হলে আরাফার ময়দানে জাবালে রহমতের কাছাকাছি অবস্থান করা এবং যোহর ও আসরের নামায মসজিদে নামিরায় জামাআতের সাথে আদায় করা উত্তম;

- আরাফার ময়দানে দু'আ-দরুদ, নামায, তিলাওয়াত, জিকির ইত্যাদি আমলের মাধ্যমে দিন অতিবাহিত করা। বেলা শেষে দু'হাত উঁচু করে দু'আ করা সুন্নত;

- **আরাফাহ দিবসের উত্তম দু'আ:**

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লালাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু লাহুলমুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর;

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। যাবতীয় রাজত্ব ও প্রসংশার তিনিই অধিপতি এবং তিনি সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান;

- সূর্যাস্তের পরে তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা হওয়া;

- মুজদালিফায় পৌঁছে মাগরিব ও এশার নামায এক সাথে আদায় করা;
- রাতে মুযদালিফার মাঠ হতে জামারায় কংকর (পাথর) মারার উদ্দেশ্যে ৭০টি কংকর (পাথর) সংগ্রহ করা।

১০ যিলহজ (ইয়াওমুন নাহর):

- ১০ যিলহজ রাত অর্থাৎ ৯ তারিখ দিবাগত রাতে মুযদালিফায় অবস্থান। সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কিছুসময় মুযদালিফায় অবস্থান করা ওয়াজিব।
- সুবহে সাদিকের পর মুযদালিফায় কিছু সময় অবস্থান করে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া।
- মিনায় পৌঁছে সূর্য উদিত হওয়ার পরে জামারায়ে আকাবায় (বড় জামারায়) কংকর নিক্ষেপ। ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদাত অংগুলিযোগে পর পর সাতটি কংকর নিক্ষেপ করা। উল্লেখ্য, নিক্ষিপ্ত কংকর জামরার পিলার বা পিলারের বাউন্ডারির ভিতরে পৌঁছা জরুরি।

নচেৎ তা পুনরায় নিক্ষেপ করতে হবে। কংকর নিক্ষেপের সময় নিচের দু'আটি পড়া উত্তম:

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ اَكْبَرُ

বাংলা উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার।

অর্থ: আল্লাহর নামে কংকর নিক্ষেপ করছি। আল্লাহ মহান।

উল্লেখ্য, শরীয়াহসম্মত ওযর এবং অসুস্থতা ছাড়া প্রতিনিধির মাধ্যমে কংকর নিক্ষেপ করলে ওয়াজিব আদায় হয় না।

- কিরান ও তামাত্তু হজ পালনকারীর জন্য কংকর নিক্ষেপের পর কুরবানি করা।
- কুরবানির পর পুরুষদের মাথার চুল মুন্ডানো বা ছোট করা ওয়াজিব। তবে চুল মুন্ডানো উত্তম। আর মহিলাদের মাথার চুলের অগ্রভাগ হতে কমপক্ষে আঙ্গুলের ১ কর সমান কেটে ফেলা।
- হজের শেষ রুকন তাওয়াফে যিয়ারাহ বা ফরয তাওয়াফ। ১০ যিলহজ সম্ভব না হলে ১২ যিলহজ সূর্যাস্তের পূর্বে অবশ্যই এ তাওয়াফ সম্পন্ন করা। অতঃপর ওয়াজিব সা'ঈ সম্পাদন করা।
- **১১ ও ১২ যিলহজ:** সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ার পরে ৩ জামারায় ৭ টি করে ২১ টি কংকর নিক্ষেপ

ওয়াজিব। ছোট ও মধ্যম জামারায় কংকর নিক্ষেপের পর দু'আ করা উত্তম।

উল্লেখ্য: মক্কা শরীফ থেকে বিদায়ের আগে তাওয়াফুল বিদা বা 'বিদায়ী তাওয়াফ' করা ওয়াজিব।

বি:দ্র: বিদায়ী তাওয়াফ করার পর মক্কায় অবস্থানের প্রয়োজন হলে বায়তুল্লায় সালাত আদায় এবং নফল তাওয়াফ করা যাবে।

বদলি হজ

বদলি হজের পরিচয় ও বিধান:

- হজ ফরয হয়েছে এরূপ ব্যক্তি শারীরিকভাবে হজ আদায়ে অক্ষম হলে বা হজে যাতায়াত পথ নিরাপদ না হলে এবং মহিলাগণ হজে সফরসঙ্গী হিসেবে স্বামী অথবা মাহরাম না পেলে অন্য কারো দ্বারা হজ করানো ফরয। এরূপ অক্ষম ব্যক্তি কর্তৃক কাউকে হজের খরচ প্রদানপূর্বক হজ করানোকে বদলি হজ বলে।
- কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে বদলি হজ করানোর অসিয়ত করে গেলে মৃত ব্যক্তির দাফন ও ঋণ পরিশোধের পর মৃতের রেখে যাওয়া সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের দ্বারা হজ করানো সম্ভব হলে উক্ত অসিয়ত পূর্ণ করা ওয়ারিশগণের ওপর ওয়াজিব।

বদলি হজের বিধান:

- যে ব্যক্তির বদলি হজ করা হচ্ছে ইহরাম করার সময় তার পক্ষে বদলি হজ আদায়ের নিয়ত করতে হবে।
- বদলি হজের ক্ষেত্রে ইফরাদ হজই করতে হয়। কারণ এতে দমে শোকর (কুরবানি) নেই। তবে যার বদলি হজ

করা হচ্ছে তার অনুমতি সাপেক্ষে তামাত্তু ও ক্বিরান হজও করা যাবে।

- যিনি নিজে পূর্বে হজ করেননি, তাঁর দ্বারা বদলি হজ করানো প্রসিদ্ধ মতে মাকরুহ ও ঝুঁকিপূর্ণ।
- বদলি হজকারী হজের যাবতীয় আহকাম বা নিয়ম-কানুন অন্যান্য হাজীদের মতই সম্পাদন করবে।

হজ বা উমরাহ'র সফরে নামায পূর্ণ বা কসর করা:

- হজ-উমরাহকারী যাতায়াত পথে নামায কসর করবেন।
- গন্তব্যে পৌঁছে একই স্থানে ১৫ বা তার বেশি দিন অবস্থানের নিয়ত করলে পূর্ণ নামায আর ১৫ দিনের কম থাকার নিয়ত করলে নামায কসর করবেন। তবে স্থানীয় ইমামের সাথে জামায়াতে পড়লে ইমামের অনুসরণ করা ওয়াজিব।
- মিনা ও আরাফায় নামায কসর করা অথবা পূর্ণ করা এবং আরাফার তাঁবুতে যোহর ও আসর একত্রে বা পৃথকভাবে আদায় করার বিষয়ে মাযহাব ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মত লক্ষণীয়। এসকল ক্ষেত্রে মতবিরোধে না

গিয়ে উপস্থিত ইমাম বা আলেম-ওলামাদের অনুসরণ করাই উত্তম।

তাওয়াফ

তাওয়াফের পরিচয়: তাওয়াফ এর আভিধানিক অর্থ প্রদক্ষিণ করা। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শরীয়াহ নির্দেশিত পন্থায় কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ করাকে তাওয়াফ বলে।

তাওয়াফের নিয়ত:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ فَيَسِّرْهُ لِيْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّيْ.

বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি উরীদু তাওয়াফা বায়তিকাল মুহাররম ফাইয়াসসিরহু লী ওয়া তাকাব্বালহু মিন্নী।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্র ঘর তাওয়াফ করার নিয়ত করছি। অতএব আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করে নিন।

তাওয়াফের নিয়ম:

তাওয়াফের শুরুতে সম্ভব হলে কাউকে কষ্ট না দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ এবং চুম্বন করা সুন্নত তবে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার জন্য কোনো মুসলিমকে কষ্ট দেওয়া গুনাহের কাজ। চুম্বন করা সম্ভব না হলে হাজরে আসওয়াদ বরাবর এসে বায়তুল্লাহ'র দিকে ফিরে যেভাবে নামায শুরু করার সময় হাত উত্তোলন করা হয় সেভাবে উভয় হাত হাজরে আসওয়াদ মুখী করে উত্তোলনপূর্বক নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করে হাতে চুমু দিয়ে তাওয়াফ শুরু করা:

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ .

বাংলা উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালিল্লাহিল হামদ্, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ।

কাবা ঘরকে নিজের বাম পাশে রেখে হাতিমের বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করা। হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করে পুনরায়

হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত ঘুরে আসলে এক চক্কর পূর্ণ হয়। এভাবে সাত চক্করে একটি তাওয়াফ সম্পন্ন হয়। পুরুষদের তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করা অর্থাৎ বীরের মতো হেলে-দুলে চলা সুন্নত। প্রত্যেক চক্করের শুরুতে بِسْمِ ا للهِ اَ للهُ اَكْبَرُ "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলা। **তাওয়াফের সময় বায়তুল্লাহ'র দিকে সিনা ঘুরানো এবং ইচ্ছা করে তাকানো মাকরূহ।** প্রতি চক্করে হাজরে আসওয়াদের মত রুকনে ইয়ামানী দু'হাত দিয়ে বা ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করাও সুন্নত। তবে স্পর্শ করতে না পারলে এর প্রতি ইশারা করার কোন বিধান নেই।

তাওয়াফের জন্য শরীয়াহ কোনো দু'আ নির্দিষ্ট করেনি, তবে তাওয়াফে আরবিতে বা নিজের মাতৃভাষায় যে কোনো দু'আ, তাকবীর, তাহলীল, দরুদ-সালাম এবং জিকির করা যাবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম তিন চক্করে নিম্নের দু'আ করতেন:

اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا وَّسَعْيًا مَّشْكُوْرًا-

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাজআলহু হাজ্জাম মাবরূরান ওয়া জানবান মাগফূরান ওয়া সা'ঈয়াম মাশকূরান।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি এ হজকে মকবুল হজ ও গুনাহ মাফের উপকরণে পরিণত করুন এবং এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

এবং রাসুলুল্লাহ (সা:) রুকনে ইয়ামানী থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত নিম্নোক্ত দু'আ করতেন-

رَبَّنَا اٰتِنَا فِيْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِيْ الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

বাংলা উচ্চারণ: রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-র।

অর্থ: হে প্রভু! আপনি আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

তাওয়াফ শেষ করে দু'রাকায়াত 'ওয়াজিবুত তাওয়াফ' নামায মাকামে ইব্রাহীম এর পেছনে আদায় করা উত্তম। অপারগতা বশতঃ মাতাফ কিংবা মসজিদে হারামের যেকোনো স্থানে উক্ত নামায আদায় করা যাবে। নামাজের নিষিদ্ধ সময় তথা

সুর্যোদয়, ঠিক মধ্যাহ্ন ও সুর্যাস্তের সময় তাওয়াফের নামায (ওয়াজিব) পড়া যাবে না। পড়লেও পুনরায় আদায় করতে হবে। মাকরূহ সময়ে তথা ফজর ও আসরের পর তাওয়াফের নামায পড়লে মাকরূহ সহকারে আদায় হয়ে যাবে। তবে পুনরায় পড়া ভালো। এই নামায পড়া থেকে বিরত থাকা উচিত। উক্ত নামায সুরা কাফেরুন ও সুরা ইখলাস দিয়ে পড়া উত্তম।

তাওয়াফের নামায শেষে জমজমের পানি পান করা মুস্তাহাব। জমজমের পানি দাঁড়িয়ে এবং বসে উভয় ভাবেই পান করা যায়। জমজমের পানি পান করার শুরুতে **বিসমিল্লাহ** বলা সুন্নত এবং নিচের দু'আ পড়া উত্তম:

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ-

বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ইলমান নাফিয়ান ওয়ারিজকান ওয়াসিয়ান ওয়াশিফায়ান মিন কুল্লি দা-ইন।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট উপকারী জ্ঞান, প্রশস্ত রিজিক এবং সকল রোগ-ব্যাধি থেকে সুস্থতা কামনা করছি। পানি পান শেষে **আলহামদুলিল্লাহ্** বলা সুন্নত।

সা'ঈ

সা'ঈর নিয়ত: নিয়ত বলতে মনে মনে এ ইচ্ছা পোষণ করা যে, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার অন্যতম নিদর্শন সাফা-মারওয়া সা'ঈ করার ইচ্ছা পোষণ করছি। আপনি আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করে নিন।'

সা'ঈর নিয়ম:

সাফা পাহাড়ে আরোহনের সময় নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করা উত্তম:

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ . (سورة البقرة: 158)

বাংলা উচ্চারণ: ইন্নাছ ছাফা ওয়ালমারওয়াতা মিন সাআ-ইরীল্লাহ, ফামান হাজ্জাল বায়তা আবী'তামারা ফালা-জুনাহা আলাইহি আঁইয়্যাত তাওওয়াফা বিহিমা ওমান তাতাওওয়া' খায়রান ফাইন্নাল্লা-হা শাকিরূন আ'লীম।

সাফা পাহাড়ে আরোহন করে বাইতুল্লাহ দৃশ্যমান হয় এমন স্থানে দাঁড়িয়ে বলা।

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ .

বাংলা উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার লা-ইলা-হা ইল্লালাহু ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসুলিল্লাহ।

অর্থ: আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্য এবং দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসুলের প্রতি।

অতঃপর নিচের দু'আ পাঠ করা-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ. لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

বাংলা উচ্চারণ: লা-ইলা-হা ইল্লালাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়য়্যিন কাদীর। লা-ইলা-হা ইল্লালাহু ওয়াহদাহু,

আনজাযা ওয়া'দাহ ওয়া নাছরাহ আবদাহ, ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহ।

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। যাবতীয় রাজত্ব ও প্রশংসার তিনিই অধিপতি এবং তিনি সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে বিজয়ী করেছেন এবং শত্রু বাহিনীকে একাই পরাভূত করেছেন।

অতঃপর দুই হাত উঠিয়ে অত্যন্ত কাকুতি-মিনতির সাথে নিজের এবং বিশ্ব মুসলিমের জন্য দু'আ করা। বিশেষ করে হজ, উমরাহসহ যাবতীয় আমল কবুলের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করা। তারপর মারওয়ার দিকে রওয়ানা হবেন।

সাফা মারওয়ার মধ্যবর্তী সবুজ বাতি দিয়ে চিহ্নিত করা স্থানটি পুরুষরা মধ্যম গতিতে দৌড়ে অতিক্রম করা এবং সে সময় নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করা উত্তম-

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَ كْرَمُ.

বাংলা উচ্চারণ: রাব্বিগফির ওয়ারহাম ইন্নাকা আনতাল আআয্যুল আকরাম।

অর্থ: হে প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন। আপনি পরাক্রমশালী এবং পরম দাতা।

সাফা থেকে মারওয়ায় পৌঁছালে এক চক্কর এবং মারওয়া থেকে সাফায় পৌঁছালে আরেক চক্কর পূর্ণ হয়। সা'ঈতে এভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করা ওয়াজিব।

হারাম শরীফে আমলের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য বিশেষ সতর্কতা: শরীয়াহসম্মত পর্দা রক্ষা করা, আতর-সুগন্ধি ব্যবহার না করা, মহিলাদের জন্য নির্ধারিত স্থানেই নামায আদায় করা এবং কোনভাবেই পুরুষদের কাতারে নামাজে না দাঁড়ানো।

মক্কা-আল মুকাররামায় দু'আ কবুলের বিশেষ স্থান:

- কা'বা শরীফের ওপর যখন প্রথম দৃষ্টি পড়ে
- মুলতাযাম-কা'বা ঘরের দরজা
- হাতীমে কা'বা
- বায়তুল্লাহ শরীফের ভিতরে
- মাতাফ-তাওয়াফের জায়গা
- রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থান
- আরাফাতের ময়দান
- মুযদালিফার ময়দান

- জমজম কুপের নিকটে
- মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে
- মসজিদে খায়েফ ও মিনার ময়দান
- কংকর (পাথর) মারার স্থানে (ছোট ও মধ্যম জামারায়)

মক্কা শরীফের দর্শনীয় স্থানসমূহ:

মাসজিদুল খাইফ: মিনার দক্ষিণ দিকে জামারার নিকটে মসজিদে খায়েফ অবস্থিত। বিদায় হজের সময় মহানবী (সাঃ) মিনার এ স্থানে অবস্থান করেছিলেন এবং ৭০ জন নবী এ মসজিদে নামায আদায় করেছেন মর্মে বর্ণনা রয়েছে।

মাসজিদু নামিরাহ: আরাফাহ ময়দানের দক্ষিণ দিকে এই মসজিদটি অবস্থিত। বিদায় হজের সময় আরাফার দিনে রাসূলুল্লাহ (সা.) এ স্থানে নামাজের ইমামতি করেছিলেন। পরবর্তীতে এখানে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়।

আরাফাহ ময়দান: ৯ যিলহজ বা ইয়াওমুল আরাফায় হাজীগণের এখানে উপস্থিত হওয়া ফরয। এই ময়দানে হযরত

আদম (আ:) ও মা হাওয়া (আ:) এর সাক্ষাত ঘটে। এখানে অবস্থিত মসজিদে নামিরাহ হতে হজের খুতবা দেওয়া হয়।

জাবালুর রহমাহ: আরাফাতের ময়দানে অবস্থিত এ পাহাড় হতে নবীজি হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিদায় হজের খুতবা দিয়েছিলেন।

জাবালুন নূর ও হেরা গুহা: মক্কায় অবস্থিত জাবালে নূর নামক পাহাড়ের হেরা গুহায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবাদতে মশগুল থাকতেন। এখানে অবস্থানের সময় তাঁর ওপর প্রথম ওহী নাযিল হয়।

মিনা: কাবাঘর হতে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরে মিনার ময়দান অবস্থিত। এখানে রয়েছে মসজিদে খায়েফ ও ৩টি জামারাহ। হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর প্রিয় পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে কুরবানির জন্য এখানে নিয়ে এসেছিলেন।

মুযদালিফা: আরাফাতের ময়দানে উকূফ শেষে এই ময়দানে ১০ যিলহজ রাত্রিযাপন হাজীগণের জন্য ওয়াজিব। মহানবী

(সা.) এখানে মাগরিব ও এশার নামায একই সাথে আদায় করেছেন।

জান্নাতুল মুয়াল্লাহ: জান্নাতুল মুয়াল্লাহ মক্কার প্রাচীনতম কবরস্থান। এখানে আম্মাজান হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.) এর কবর রয়েছে।

মদীনা আল মুনাওয়ারাহ

মাসজিদুন নববী: এটি মদীনা শরীফের প্রধান মসজিদ। নবী করীম (সা.) নিজে সাহাবীদের নিয়ে এ মসজিদ তৈরি করেছিলেন। মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) এর ঘরে রাসূল (সা.) শায়িত আছেন। রাসুল (সা.) এর পাশে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর পাশে হযরত ওমর (রা.) শায়িত আছেন। মসজিদে নববীকে মদীনার হারামও বলা হয়।

বিশেষ বরকতময় স্থান **রওজাতুম মির রিয়াজিল জান্নাহ** এ মসজিদের অভ্যন্তরে অবস্থিত। নবীজী (সা.) বলেছেন আমার বাড়ি ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটুকু জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্য হতে একটি বাগানতুল্য (মুর্জামুল

আওসাদ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১২)। মদীনা শরীফে অবস্থানকালে অধিক পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়ার চেষ্টা করা উচিত।

মসজিদে নববীতে প্রবেশের দু'আ:

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

বাংলা উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসুলিল্লা-হি আল্লাহুম্মাগ ফিরলি যুনুবি ওয়াফতাহলি আবওয়াবা রাহমাতিকা।

অর্থ: আল্লাহর নামে (এ মসজিদে প্রবেশ করছি) এবং অসংখ্য দরুদ ও সালাম আল্লাহর রাসূলের প্রতি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।

রওজা মোবারকে সালাম পেশ: 'বাবুস সালাম' নামক গেট দিয়ে প্রবেশ করা উত্তম। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অপরিসীম

সম্মান, মর্যাদা ও ভালোবাসা অন্তরে ধারণ করে নিম্নোক্ত শব্দে সালাম পেশ করা:

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

উচ্চারণ: আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা আয়্যুহান্ নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

অথবা নিচের যেকোনো বাক্যেও সালাম পেশ করা যাবে-

- আসসালাতু ওয়াসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ
- আসসালাতু ওয়াসালামু আলাইকা ইয়া নাবীয়াল্লাহ
- আসসালাতু ওয়াসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ
- আসসালাতু ওয়াসালামু আলাইকা ইয়া সায়্যিদাল মুরসালিন
- আসসালাতু ওয়াসালামু আলাইকা ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামিন।

তারপর একটু ডানে সরে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর উদ্দেশ্যে এভাবে সালাম পেশ করা:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ اَبَا بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ.

উচ্চারণ: আসসালামু আলাইকা ইয়া খালিফাতা রাসুলিল্লাহি আবা বাকরিনিস সিদ্দীক।

আরো একটু ডানে সরে গিয়ে হযরত ওমর (রা.)-এর উদ্দেশ্যে এভাবে সালাম পেশ করা:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ الْفَارُوْقَ.

উচ্চারণ: আসসালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মুমিনীনা উমারাল ফারুক।

মদীনার উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান:

মাসজিদুল কুবা: হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদীনায় আগমনের পথে কুবা নামক স্থানে এসে ১৪ দিন অবস্থান করেন এবং এখানে মসজিদটি নির্মাণ করেন। এটি নবীজির হাতে নির্মিত প্রথম মসজিদ। আল কোরআনের সূরা তাওবাহ এর ১০৮ নং

আয়াতে এ মসজিদের আলোচনা রয়েছে। এ মসজিদে নামায আদায়ের ফজিলত প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে যে, 'মসজিদে কুবায় দুই রাকয়াত নামায একটি উমরাহর সমান' (তিরমিজি ৩২৪)।

মাসজিদুল কিবলাতাইন: এ মসজিদে নামাযরত অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে কিবলা পরিবর্তনের ঘোষণা আসে বিধায় এটি মাসজিদুল কিবলাতাইন অর্থাৎ দুই কিবলা বিশিষ্ট মসজিদ নামে পরিচিত।

মাসজিদুল জুমুয়াহ: হিজরতের সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু সালেম গোত্রের মহল্লায় পৌঁছালে জুমুয়াহর নামাজের ওয়াক্ত হওয়ায় নবীজি (সা.) সেখানে প্রথম জুমুয়াহ'র নামায আদায় করেন। পরবর্তীতে উক্ত মসজিদটি নির্মিত হয়।

মাসজিদুল গামামাহ: গামামাহ শব্দের অর্থ মেঘখণ্ড। রাসুলুল্লাহ (সা.) এ স্থানে ঈদের সালাত পড়ানোর সময় একখণ্ড মেঘ এসে নবীজিকে ছায়া দিতো। পরবর্তীতে এ স্থানে মসজিদটি নির্মিত হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) মাঝে মাঝে বৃষ্টি প্রার্থনার নামাযও এ মসজিদে আদায় করেছেন।

মাসজিদুল মীকাত: মদীনা থেকে মক্কায় যাওয়ার পথে মসজিদে নববী থেকে প্রায় ৭ কিলোমিটার দূরে মসজিদটি অবস্থিত। মদীনাবাসীদের মীকাত জুলহুলাইফায় উক্ত মসজিদটি অবস্থিত বিধায় এটিকে 'মসজিদে মীকাত' বলা হয়।

ওহুদ যুদ্ধের ময়দান: ইসলামের ইতিহাসে বহুল আলোচিত যুদ্ধের ময়দান। তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধে নবীজি (সা.) এর প্রিয় চাচা হামজা (রা,) সহ ৭০ জন সাহাবী শহীদ হন এবং এ যুদ্ধে নবীজির দান্দান মোবারকও শহীদ হয়।

জান্নাতুল বাকী: মসজিদে নববীর দক্ষিণ-পূর্ব পাশে জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থান অবস্থিত। এখানে হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.), হযরত ফাতিমা (রা.), আম্মাজান হযরত আয়েশা (রা.) এবং সাহাবায়ে কেরামের কবরসহ বহুসংখ্যক সাহাবী, তাবেয়ীর কবরও রয়েছে।

কবর যিয়ারতের দু'আ:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ.

উচ্চারণ: আসসালামু আলাইকুম দারা কাওমিম মুমিনীন। ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহ বিকুম লাহিকূন।

অর্থ: হে কবরবাসী মুমিনগণ, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই আমরাও আপনাদের সাথে মিলিত হব।

জানাযার নামায

ভূমিকা : জানাযার নামায ফরযে কিফায়াহ। মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীতে প্রায় প্রতি ওয়াক্ত ফরয নামাজের পর জানাযার নামায হয়। জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ একটি ফজিলতপূর্ণ ইবাদত। রাসুলে কারীম (সা.) ইরশাদ করেন "কোন মাইয়েতের জানাযার নামায আদায় করলে ওহুদ পাহাড় পরিমাণ নেকি অর্জিত হয় (সহীহ মুসলিম: ৯৪৬)"। মক্কা-মদীনার মত পবিত্র স্থানে গুরুত্বপূর্ণ এ আমলটি যেন আমরা ছেড়ে না দেই।

জানাযার নামাযের ফরয ৩টি:

(১) নিয়ত করা

(২) দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা

(৩) চার তাকবির বলা।

জানাযার নামাযের সুন্নত ৩টি:

(১) প্রথম তাকবিরের পরে সানা পড়া (নামাযের সানা)

(২) দ্বিতীয় তাকবিরের পরে দুরুদে ইবরাহীমী পড়া

(৩) তৃতীয় তাকবিরের পর নির্ধারিত দু'আ পড়া।

জানাযার নামাযের দু'আ:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ.

বাংলা উচ্চারণ

আল্লাহুম্মাগফির লিহায়্যিনা ওয়া মায়্যিতিনা ওয়া শা-হিদিনা ওয়া গা-য়িবিনা ওয়া ছগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া জাকারিনা ওয়া উনছা-না। আল্লাহুম্মা মান আহইয়ায়তাহু মিন্না ফাআহইহি আলাল ইসলাম ওয়া মান তাওয়াফফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু আলাল ঈমান (আল মুসতাদরকি লিল হাকিম, কিতাবুস সালাত, ১/৬৮৪, হাদীস নং ১৩৬৬)।

হজ ও উমরাহ বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

১। ইসলামে উমরাহ'র বিধান কী?

উত্তর: হজের সামর্থ্য নেই কিন্তু উমরাহ'র সামর্থ্য আছে এমন মুসলিম নর-নারীর ওপর জীবনে একবার উমরাহ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

২। স্বামী বা মাহরাম সফর সঙ্গী না থাকলে বা সঙ্গীর হজের ব্যয় নির্বাহের সামর্থ না থাকলে নারী কিভাবে ফরয হজ আদায় করবেন?

উত্তর: তিনি অপেক্ষা করবেন, উক্ত সমস্যার সমাধান না হলে বদলি হজ করাবেন।

৩। হজ ফরয হওয়ার পর দরিদ্র হয়ে পড়লে কি হজের ফরয রহিত হয়ে যায়?

উত্তর: হজ ফরয হওয়ার বছর ইচ্ছাকৃতভাবে হজ আদায় না করলে পরবর্তীতে দরিদ্র হয়ে পড়লেও তার হজের ফরয রহিত হয় না।

৪। মীকাত বলতে কী বুঝায়?

উত্তর: হজ বা ওমরার ইহরামের জন্য শরীয়াহ নির্ধারিত স্থানকে মীকাত বলে।

৫। ইহরাম করা বলতে কি বুঝায়?

উত্তর: মীকাত থেকে বা মীকাত অতিক্রমের পূর্বে (পুরুষের ইহরামের পোষাক পরে) হজ বা উমরাহ নিয়ত করার সাথে তালবিয়া উচ্চারণ করা।

৬। ইহরাম করার পদ্ধতি কি?

উত্তর: পবিত্র অবস্থায় পুরুষরা ইহরামের শরীয়াহ নির্দেশিত পোষাক পরিধান করে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করে বা মহিলারা দু'রাকাত নফল নামায আদায় করে হজ বা উমরাহ'র নিয়তের সাথে তালবিয়া পাঠ করা।

৭। ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করার বিধান কী?

উত্তর: ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রমকারীর জন্য মীকাতে ফিরে এসে ইহরাম করা আবশ্যক। আর যদি তিনি মীকাত অতিক্রম করার পরে ইহরাম করেন তাহলে তার ওপর দম ওয়াজিব হবে।

৮। কোনো তাওয়াফে সাত চক্করের চেয়ে বেশি হয়ে গেলে কী করণীয়?

উত্তর: প্রথম তাওয়াফের ৭ চক্কর পরে নিশ্চিতভাবে কোন চক্কর বেশি হয়ে গেলে পুনরায় ৭ চক্কর পূর্ণ করতে হবে।

৯। তাওয়াফের চক্কর গণনাতে সন্দেহ হলে করণীয় কি?

উত্তর: যে সংখ্যার প্রতি মন বেশি সায় দেয় সেটিকে মূল ধরে বাকি চক্করগুলো পূর্ণ করতে হবে। সংখ্যা স্থির করতে না পারলে কম সংখ্যাকে মূল ধরে বাকি চক্করগুলো সম্পন্ন করতে হবে।

১০। নফল তাওয়াফ শেষে দুই রাকাত নামাজের বিধান কী ?

উত্তর: ফরয বা নফল যে কোন তাওয়াফের পর দুই রাকাত নামায পড়া ওয়াজিব।

১১। কোন কোন তাওয়াফে ইজতিবা করতে হয় ?

উত্তর: যে তাওয়াফের পর সা'ঈ আছে এবং ইহরামের কাপড় পরা আছে, সে তাওয়াফে ইজতিবা করা সুন্নত।

১২। কোন সময় উমরাহ করা মাকরূহ ?

উত্তর: ৮-১২ যিলহজ ৫ দিন উমরাহ করা মাকরূহ।

১৩। মাকরূহ সময়ে উমরাহ'র নিয়ত করলে তা পূর্ণ করা জরুরী কিনা ?

উত্তর: পরবর্তী সময়ে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব।

১৪। হারাম এবং মিকাতের মধ্যবর্তী এলাকায় বসবাস কারীদের উমরাহ ও হজের মীকাত কি ?

উত্তর: হারাম এলাকার বাহির (হুদুদে হারাম) হতে মীকাত পর্যন্ত এলাকাকে হিল্ বলে। উক্ত এলাকায় বসবাসকারীদের হজ ও ওমরাহ'র মীকাত নিজ অবস্থানস্থল।

১৫। হারাম এলাকায় বসবাসকারীগণ হজ ও উমরাহর জন্য ইহরাম কোথায় করবেন ?

উত্তর: হজের ইহরাম হারামের সীমানায় এবং উমরাহ'র ইহরাম হিল্ এলাকা থেকে করবেন।

১৬। কাজের উদ্দেশ্যে হারাম এলাকায় গমনকারীদের জন্য ইহরাম আবশ্যক কিনা?

উত্তর: কাজের উদ্দেশ্যে সফরকারীদের ইহরাম আবশ্যক নয়।

১৭। ইহরাম করার পূর্বে শরীরে লাগানো সুগন্ধির খুশবু ইহরামের পরেও অবশিষ্ট থাকলে অসুবিধা আছে কিনা?

উত্তর: অসুবিধা নেই। তবে ইহরামের পরে ইহরামের কাপড়ে নতুনভাবে যেন সুগন্ধি না লাগে সে বিষয়ে সতর্ক থাকা।

১৮। হায়েজ-নেফাস অবস্থায় ইহরাম করা ও মসজিদুল হারামে প্রবেশ করা যাবে কিনা?

উত্তর: হায়েজ-নেফাস অবস্থায় ইহরাম করা যাবে। তবে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করা যাবে না।

১৯। হায়েজ-নেফাস অবস্থায় তাওয়াফের বিধান কী?

উত্তর: হায়েজ-নেফাস অবস্থায় তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ। পবিত্র হওয়ার পর তাওয়াফ করবেন। হায়েজ-নেফাস অবস্থায় ফরয তাওয়াফ করে থাকলে পুনরায় তাওয়াফ করতে হবে। তবে পুনরায় তাওয়াফ করার সুযোগ না থাকলে হারাম এলাকায়

একটি উট বা গরু জবাই করে দরিদ্র/দুস্থদের বিলিয়ে দেয়া ওয়াজিব।

২০। তাওয়াফে যিয়ারাহ ১০, ১১, ১২ যিলহজ তারিখে আদায় করতে না পারলে করণীয় কি?

উত্তর: মেয়েদের নারীসুলভ অসুস্থতার কারণে আদায় করতে না পারলে পবিত্র হওয়ার সাথে সাথে আদায় করবে। বিমানের সিডিউলের কারণে অপবিত্র অবস্থায় ফরয তাওয়াফ করতে বাধ্য হলে নারীরা তাওয়াফ করে নিবে। তবে হারাম এলাকায় একটি বুদানা তথা গরু/উট জবাই করে দরিদ্র/দুস্থদের মাঝে বিলিয়ে দিতে হবে।

পুরুষগণ যদি ১০, ১১ ও ১২ যিলহজ তাওয়াফে যিয়ারাহ না করে থাকলে পরবর্তীতে তাওয়াফে যিয়ারাহ আদায়ও করতে হবে এবং দমও দিতে হবে।

২১। অসতর্কতা বশত: ইহরাম অবস্থায় মাঝে-মধ্যে মাথা ঢেকে ফেললে করণীয় কি?

উত্তর: মাথা ঢেকে রাখার সময়ের পরিমাণ একত্র করলে যদি একদিন বা এক রাতের সমপরিমাণ হয় তাহলে দম দিতে হবে। ঘণ্টা পরিমাণ হলে ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম গম বা তার সমপরিমাণ মূল্য সাদাকা করতে হবে, এর থেকে কম সময় হলে মুষ্টি পরিমাণ গম বা তার সমপরিমাণ মূল্য সাদাকা করতে হবে।

২২। মীকাত অতিক্রমের সময় ইহরামের পোষাক সঙ্গে না থাকলে করণীয় কি ?

উত্তর: স্বাভাবিক পোষাকে নিয়ত ও তালবিয়া পাঠ করে ইহরাম করবেন। যতদ্রুত সম্ভব ইহরামের পোষাক পরিধান করতে হবে। ইহরামের পোষাকবিহীন অবস্থায় ১২ ঘন্টার বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে দম ওয়াজিব হবে।

২৩। ইহরামকারী স্বাভাবিক পোষাক পরিধান করে মীকাত অতিক্রম করলে তার করণীয় কি ?

উত্তর: ইহরামকারী পূর্ণ একদিন বা একরাত সময় স্বাভাবিক কাপড় পরিধান করে থাকলে দম দিতে হবে। ঘণ্টা পরিমাণ হলে ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম বা তার সমপরিমাণ মূল্য সাদাকা

করতে হবে, এর থেকে কম হলে মুষ্টি পরিমাণ গম বা তার সমপরিমাণ মূল্য সাদাকা করতে হবে।

২৪। ওযরবশত আঙ্গুল ঢেকে যায় এমন সেন্ডেল পরিধানের বিধান কি?

উত্তর: আঙ্গুল ঢেকে গেলে অসুবিধা নেই, তবে পায়ের পাতার উঁচু হাড়ের অংশ এবং পায়ের গোড়ালি খোলা রাখতে হবে।

২৫। ইহরামের নিষিদ্ধ সেলাইযুক্ত কাপড় বলতে কি বুঝায়?

উত্তর: মানব দেহের কোন অঙ্গের আকৃতির আদলে তৈরি পোষাককে বুঝায়।

২৬। ইহরাম মুক্ত হওয়ার জন্য নিজের মাথা নিজে বা অন্য কারো মাথা মুন্ডন করার বিধান কি?

উত্তর: ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নিজের মাথা নিজে মুন্ডন করা যাবে এবং অন্যের মাথা মুন্ডন করে দেয়া যাবে।

২৭। উযু ছাড়া তাওয়াফ ও সা'ঈ করা যাবে কিনা ?

উত্তর: উযুর সাথে তাওয়াফ করা ওয়াজিব। সা'ঈ এর জন্য উযু করা মুস্তাহাব।

২৮। সা'ঈ করার পর দুই রাকাত নামায পড়ার বিধান কি ?

উত্তর: সুন্নত।

২৯। মিনায় রাত্রিযাপনের বিধান কি ?

উত্তর: সুন্নত।

৩০। মুযদালিফায় কোন সময়ে ও কতক্ষণ অবস্থান করলে ওয়াজিব আদায় হবে?

উত্তর: সুবহে সাদেকের পর থেকে সূর্য উদয়ের পূর্বে কিছুক্ষণ অবস্থান করলে ওয়াজিব আদায় হবে।

৩১। আরাফা ময়দানে কোন সময়ে ও কতক্ষণ অবস্থান করলে ফরয আদায় হবে?

উত্তর: সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যাওয়ার পর হতে সূর্য অস্ত যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে কিছুক্ষণ অবস্থান করলে ওকুফে আরাফার ফরয আদায় হবে। তবে সূর্য পশ্চিম দিকে

হেলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পুরো সময় আরাফায় অবস্থান করা ওয়াজিব। ওজরবশত এ সময়ে অবস্থান করতে না পারলে ৯ যিলহজ দিবাগত রাতে সুবহে সাদিকের পূর্বে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেও ফরয আদায় হয়ে যাবে তবে দম দিতে হবে।

৩২। ওযরবশত ৯ যিলহজ সূর্যাস্তের পরে আরাফা ময়দানে পৌঁছালে ফরয আদায় হবে কিনা?

উত্তর: ফরয আদায় হবে, তবে দম দিতে হবে।

৩৩। ১০, ১১ ও ১২ যিলহজ জামারায় কংকর নিক্ষেপের বিধান কি ?

উত্তর: ১০ যিলহজ সূর্য উদিত হওয়ার পর এবং ১১ ও ১২ যিলহজ সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যাওয়ার পরে কংকর নিক্ষেপের সময় শুরু হয়।

৩৪। মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা একসাথে পড়ার পদ্ধতি কি?

উত্তর: এক আযান ও এক ইকামতে মাঝখানে কোন সুন্নত আদায় না করে মাগরিব ও এশার ফরয পরপর আদায় করতে হবে। অত:পর সুন্নতে মু'আক্কাদা ও বিতর নামায পড়বে।

৩৫। অন্যের দ্বারা কংকর নিক্ষেপের বিধান কি?

উত্তর: যে ব্যক্তি বাহনে চড়েও কংকর নিক্ষেপের স্থান পর্যন্ত যেতে অক্ষম সে ব্যক্তি অন্যের মাধ্যমে কংকর নিক্ষেপ করতে পারবে। এক্ষেত্রে নিক্ষেপকারী নিজের কংকর আগে এবং অক্ষম ব্যক্তির কংকর পরে নিক্ষেপ করবেন।

৩৬। দমে শোকর কোন হজে ওয়াজিব এবং তা কোথায় জবেহ করতে হয়?

উত্তর: কিরান ও তামাত্তু হজে দমে শোকর হারাম এলাকায় আদায় করতে হয়।

৩৭। দমে শোকর আদায়ের সামর্থ্য না থাকলে বিকল্প কি?

উত্তর: দমে শোকর আদায়ের সামর্থ্য না থাকলে ৯ যিলহজের আগে তিনটি রোযা ও ১৩ যিলহজের পরে আরো সাতটি রোযা রাখতে হবে। রোযা রাখতে না পারলে দমে শোকর আদায় করতে হবে।

৩৮। ঈদুল আযহার কুরবানি হাজীদের জন্য ওয়াজিব কিনা ?

উত্তর: হাজী যদি মক্কা শরীফে মুকীম হয়ে যায় এবং তার সাথে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সমপরিমাণ সম্পদ থাকে তাহলে তার ওপর ঈদুল আযহার কুরবানি ওয়াজিব হবে। এ কুরবানি যে কোনো স্থানে আদায় করা যাবে।

৩৯। তাওয়াফে যিয়ারাতে ইজতিবা কখন করতে হবে ?

উত্তর: তাওয়াফে যিয়ারাহ ইহরাম অবস্থায় আদায় করলে ইজতিবা করতে হবে।

৪০। হিল্ ও হারাম এলাকায় বসবাসকারীদের বিদায়ী তাওয়াফের বিধান কি?

উত্তর: হিল্ ও হারাম এলাকায় বসবাসকারীদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ নেই।

৪১। ভিড় এড়ানোর জন্য ১০ যিলহজ সূর্যোদয়ের আগে মহিলাদের কংকর নিক্ষেপ জায়েয কিনা?

উত্তর: জায়েয।

৪২। উমরাহ ও হজে তালবিয়াহ পাঠ কখন বন্ধ করতে হবে?

উত্তর: উমরাহ'র ক্ষেত্রে তাওয়াফ শুরু করার পূর্বে এবং হজের ক্ষেত্রে বড় জামারায় কংকর নিক্ষেপের পূর্বে তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ করবে।

৪৩। পুরুষ হাজী মাথার একাংশের চুল কাটলে ইহরাম মুক্ত হবেন কিনা?

উত্তর: মাথার সম্পূর্ণ চুলের কমপক্ষে চার ভাগের একভাগ ছোট করা বা মুন্ডানো ওয়াজিব। এর চেয়ে কম কাটলে ইহরাম মুক্ত হবে না। ফলে ইহরাম অবস্থায় থাকলে যে সকল কাজ নিষিদ্ধ ছিল সে সকল কাজ এ অবস্থায়ও নিষিদ্ধ হবে। পুরো মাথার চুল মুন্ডানো বা ছোট করা সুন্নত।

৪৪। নামাযীর সম্মুখ দিয়ে চলাচল করা যাবে কিনা?

উত্তর: নামাযরত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে চলাচল করা মাকরুহ।

৪৫। দমে শোকর ব্যাংকের মাধ্যমে আদায় করা জায়েয কিনা?

উত্তর: হ্যাঁ, জায়েয।

<u>হজযাত্রীদে করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়াবলী:</u>

- ‘হজ প্যাকেজ ও গাইড লাইন ২০২৬’ হজে গমনের পূর্বে প্রত্যেক হজযাত্রীকে ভালভাবে পড়তে এবং প্রযোজ্য শর্তাবলী/বিষয়াদি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- প্রত্যেক হজযাত্রীর স্মার্ট ফোন থাকতে হবে। ফোনে রোমিং সুবিধা গ্রহণ না করলে আবশ্যিকভাবে সৌদি সিম ও ইন্টারনেট প্যাকেজ গ্রহণ করতে হবে;
- হজে গমনের নির্ধারিত তারিখে ঢাকার হজযাত্রীগণ বিমান ছাড়ার কমপক্ষে ৬ ঘণ্টা পূর্বে এবং ঢাকার বাহিরের

হজযাত্রীগণ ১ দিন পূর্বে হজ ক্যাম্পে উপস্থিত থাকতে হবে;

- ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ এর মত অসুস্থতার জন্য প্রেসক্রিপশনসহ নিয়মিত সেবন করতে হয় এরূপ ঔষধ, স্ট্রিপ ইত্যাদি অবশ্যই (কমপক্ষে ৫০ দিনের) সঙ্গে নিতে হবে;
- হজে গমনেচ্ছুক ব্যক্তিগণকে সংশ্লিষ্ট জেলার সিভিল সার্জন বা সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ফিটনেস সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে;
- হজ পোর্টালে (www.hajj.gov.bd) ভিজিট করে হজের যাবতীয় তথ্যসহ হজযাত্রীর ট্র্যাকিং নম্বর বা পিআইডি নম্বর দিয়ে টিকা সম্বলিত ফিটনেস সনদ ডাউনলোড করা যাবে;
- হজের কল সেন্টার ১৬১৩৬ নম্বরে ফোন করে এবং লাব্বাইক মোবাইল অ্যাপ হতে হজ বিষয়ক তথ্য জানা যাবে;

- বাংলাদেশের হজ কোটায় ভিসা গ্রহণকারী সকল হজযাত্রীকে আবশ্যিকভাবে বাংলাদেশ হতে সৌদি আরবে গমন করতে হবে;
- সৌদি নুসুক কার্ড, হোটেলের কার্ড, আইডি কার্ড সর্বদা সাথে রাখতে হবে। নুসুক কার্ড ব্যতীত কোন হজযাত্রী হোটেলের বাইরে বের হলে সৌদি পুলিশ কর্তৃক আটক হওয়ার আশংকা থাকবে। নুসুক কার্ড সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করতে হবে এবং কোনভাবে নুসুক কার্ড হারানো যাবেনা;
- একা চলাচল না করে গাইডের সহযোগিতায় দলগতভাবে চলাচল করতে হবে;
- হারিয়ে গেলে আতঙ্কিত না হয়ে বাংলাদেশ হজ মিশন অফিসে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনে লাব্বাইক মোবাইল অ্যাপের SOS বাটনে ক্লিক করে সহযোগিতা নেয়া বা হট লাইন নম্বরে (+৯৬৬৫৬২৬৬৩৪৬৭) ফোন করতে হবে;

- সৌদি আরবে অবস্থানকালে রাজনীতি, বিক্ষোভ প্রদর্শন, মানববন্ধন, ভিক্ষাবৃত্তি, চুরিসহ সকল প্রকার অনৈতিক এবং অপরাধমূলক কাজের জন্য সৌদি সরকারের আইনানুগ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে;

- সৌদি সরকারের আইন অনুযায়ী হজযাত্রীর লাগেজে নেশা জাতীয় ঔষধ, তামাক পাতা, জর্দ্দা, গুল, শুটকী, গুড়, রান্না করা খাবার, পঁচনশীল দ্রব্যাদি ইত্যাদি পরিবহন করা নিষিদ্ধ। হজযাত্রীগণ এসব পণ্য লাগেজে পরিবহন হতে বিরত থাকবেন;

- একজন হজযাত্রী ৪৬ কেজি (২৩+২৩) ওজনের ২টি ট্রলিব্যাগ (দৈর্ঘ্য ৬৫ সেমি, প্রস্থ ৪৫ সেমি এবং উচ্চতা ২৫ সেমি) ও ৭ কেজি ওজনের একটি হ্যান্ড ব্যাগ (দৈর্ঘ্য ৪৫ সেমি, প্রস্থ ৩৫ সেমি এবং উচ্চতা ২০ সেমি) সঙ্গে নিতে পারবেন। ট্রলিব্যাগে হজযাত্রীর নাম, পাসপোর্ট নম্বর, হোয়াটসঅ্যাপ যুক্ত মোবাইল নম্বর, মোনাজ্জেম মোবাইল নম্বর ইত্যাদি ইংরেজিতে লিখতে হবে। অন্যথায় লাগেজ হারানো গেলে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না;

- হ্যান্ড ব্যাগে জরুরী ঔষধ এবং ব্যবহার্য ২ সেট কাপড় রাখতে হবে;
- লাগেজ হারানো গেলে বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা/মক্কা/মদীনায় সরাসরি বা এজেন্সির মোনাজ্জেম/গাইডের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে। দেশে ফেরার পথে লাগেজ হারানো গেলে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি এয়ারপোর্টের "লস্ট এন্ড ফাউন্ড" সেকশনে জানাতে হবে;
- জেদ্দা, মক্কা ও মদীনায় মেডিকেল সেন্টার হতে হজযাত্রীগণ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারবেন;
- মিনা-আরাফাহ-মুজদালিফা-জামারার কার্যাবলী হজগাইডের সাথে দলগতভাবে সম্পন্ন করতে হবে। বিশেষত কংকর নিক্ষেপের জন্য জামারায় গমন, তাঁবুতে প্রত্যাগমন বা মক্কায় একাকী গমন পরিহার করতে হবে;